

## এবার তিন বুদ্ধিজীবীকে খতমের ফতোয়া মৌলবাদীদের!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ এবার দেশের শীর্ষস্থানীয় তিন বুদ্ধিজীবীর মৃত্যুদণ্ডদেশ ঘোষণা করেছে নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল নামের দু'টি মৌলবাদী সংগঠন। যাঁদের নামে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হয়েছে, তাঁরা হলেন প্রথাবিরোধী লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, অধ্যাপক মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন ও অধ্যাপক মাহবুবুল মোকাদ্দেস। রবিবার রাতে জনকণ্ঠ অফিসে পাঠানো মাওলানা সাফায়েত উল্লাহ জালালী স্বাক্ষরিত ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরবিহীন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রবিবার সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল ঢাকা মহানগরী কমিটির এক সভায় তিন বুদ্ধিজীবীর মৃত্যু দণ্ডদেশ চূড়ান্ত করা হয়। মাওলানা সাফায়েত উল্লাহ জালালীর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন উভয় সংগঠনের শরিয়া কাউন্সিলের সদস্য মাওলানা জাকারিয়া, মাওলানা একায়েদ উল্লাহ, মাওলানা কেরামত আলী, মাওলানা আব্দুল জাব্বার ফতেহপুরী, মুফতি সালেহ আহম্মদ, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিলের সভাপতি মাওলানা মুফতি কুদরতে এলাহী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে মুসলিম নামধারী কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ট্যাক্সের পয়সায় বেতন নিয়ে বহু বছর যাবত রুশ-ভারতের দালালী করে আসছে। তাঁরা কোরান ও হাদীসের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বক্তৃতা করছে। সমাজে আল্লাহর আইন যাতে বাস্তবায়িত না হয়, সে জন্য আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে নানা রকম প্রচার চালাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তথা কুফরিবাদের পক্ষে লেখালেখি করছে। নাস্তিকদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকাগুলোতে তা প্রকাশিতও হচ্ছে। এর ফলে এসব বুদ্ধিজীবীর কাছে ছাত্রছাত্রীরা সুশিক্ষার পরিবর্তে নানা রকম কুশিক্ষা গ্রহণ করছে। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, অপহরণ, ঘুষ, দুর্নীতি, অবক্ষয় এখন চরমে এবং ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংসের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ইমানদারদের ইমান রক্ষা করাও এখন কঠিন। এ পরিস্থিতিতে ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে নামধারী তিন বুদ্ধিজীবীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলো। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা যদি তিন মাসের মধ্যে আল্লাহর কাছে তওবা করে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করে, অর্থসহ কোরান-হাদীস পড়ে ইসলামী সমাজ গঠনের পদক্ষেপে অংশ নেয়, তাহলে তাদের ওপর আরোপিত দণ্ডদেশ মওকুফ করার ঘোষণাও দেয়া হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

উল্লিখিত তিন বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে বলা হয় তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেয়ার সময় বায়োডাটায় নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় দিয়েছেন সুন্নী মুসলমান হিসাবে। কিন্তু চাকরি নেয়ার পর থেকে তাঁরা নিজেরা ইসলাম নির্দেশিত পথে না চলে উল্টো ছাত্রছাত্রীদের নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও কুফরি মতবাদ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সমাজে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের চেষ্টার বিরুদ্ধে সব সময় তৎপর থেকেছেন। দেশের বিরুদ্ধে বিদেশে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন। এর ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ ধ্বংসের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে নিজের দেশের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। এটা তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে নিয়োগের শর্তের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার চালিয়ে তাঁরা দেশের সংবিধান লংঘন করেছেন। কারণ, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই। সুতরাং দণ্ডপ্রাপ্তরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগেও অভিযুক্ত। যেহেতু তাঁরা নিজেদের কোরান ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত করে ফাসেক, মুনাফেক ও মুশরেকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, সুতরাং মুসলিম আইনের আওতায় তাঁদের হত্যা করা ইমানদার মুসলমানদের ইমানী দায়িত্ব। পবিত্র কোরানের সূরা তওবার ৬ নম্বর আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী হজের মাস ব্যতীত মুশরিকদের যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধ্যাপক মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন পাঠকদের কাছে ‘মুনতাসীর মামুন’ নামে পরিচিত। একইভাবে অধ্যাপক মাহবুবুল মোকাদ্দেসের পরিচিতি রয়েছে ‘এম এম আকাশ’ নামে।